দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 05 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

কোচিংবাণিজ্যের অভিযোগে ৯৭ শিক্ষককে শাস্তির সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●
কোচিংবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের অভিযোগে রাজধানীর ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৭ শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত রবিবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর এ সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠানো হয়। দুদক সচিব মো. শামসুল আরেফিন স্বাক্ষরিত চিঠিতে এমপিওভুক্ত ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭২ শিক্ষক এবং সরকারি ৪টি বিদ্যালয়ের ২৫ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোচিংবাণিজ্যে যুক্ত থাকার প্রমাণসাপেক্ষে শাস্তির সুপারিশ করা হয়।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, কোচিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থের মাধ্যমে এসব শিক্ষক একই প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর ধরে চাকরি করছেন। কোচিংবাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫-এর অধীনে তারা অসদাচরণ করেছেন গণ্য করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

দুদকের উপপরিচালক (জনসংযোগ) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য জানান, এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান, পরিচালনা পর্ষদ এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে ওই সুপারিশ জানিয়ে পৃথক চিঠি পাঠানো হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে দুদক কমিশনের পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কোচিংবাণিজ্য বন্ধে এসব এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

কোচিংবাণিজ্যের অভিযোগে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষককে এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায়, দিবা শিফট থেকে প্রভাতী শিফটে বা প্রভাতী শিফট থেকে দিবা শিফটে নির্দিষ্ট সময় পরপর বদলি করা যেতে পারে। দুদকের উপপরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি তদন্ত দল তাদের অনুসন্ধান শেষে এ প্রতিবেদন দেয়।

জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বাধীন অনুসন্ধানী দলের তদন্তে উঠে আসে– সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী এক কর্মস্থলে শিক্ষকদের তিন বছর হলেই তাদের বদলি করার নির্দেশনা থাকলেও রাজনৈতিক চাপ, তদবির ও অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অনেকের বদলি আটকে থাকে। কিছু শিক্ষক কোচিং বা প্রাইভেট বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অনৈতিক সুবিধা দিয়ে বছরের পর বছর ঢাকার একই বিদ্যালয়ে চাকরি করে যাচ্ছেন।

দুদক বলছে, দীর্ঘদিন একই প্রতিষ্ঠানে থেকে এই শিক্ষকরা কোচিংবাণিজ্যে জড়িয়েছেন এবং 'অনৈতিকভাবে' অর্থ উপার্জন করে আসছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোচিংবাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি কোচিংবাণিজ্য বন্ধে সরকারকে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে বলেছে দুদক।

যে ৮ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৩৬ জন; মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২৪ জন; ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৭ জন; রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৫ জন; মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২ জন; মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ জন; গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের ৮ জন এবং খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অভিযুক্ত ৩৬ শিক্ষক– নাজিমউদ্দিন কামাল (ইংরেজি), আবদুল মান্নান (রসায়ন), উম্মে ফাতিমা (বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়), মো. আজমল হোসেন (বাংলা), গোলাম মোস্তফা (গণিত), আশরাফুল আলম (রসায়ন), বাবু সুবাসচন্দ্র পোদ্দার (রসায়ন), লাভলী আখতার, তাসমনি নাহার, মতিনুর (ইংরেজি), উম্মে সালমা (ইংরেজি), মো. আবদুল জলিল (ব্যবসায় শিক্ষা), মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন (রসায়ন), মনিরা জাহান (ইংরেজি), ফাহমিদা খানম পরী (গণিত), লুৎফুন নাহার (গণিত), হামিদা বেগম (গণিত), নাজনীন আক্তার (গণিত), উম্মে সালমা (ইংরেজি), তৌহিদুল ইসলাম (ইংরেজি), সুরাইয়া জান্নাত (ইংরেজি), মো. সফিকুর রহমান-৩ (গণিত ও বিজ্ঞান), মো. শফিকুর রহমান সোহাগ (গণিত ও বিজ্ঞান), নুরুল আমিন (গণিত), মনিরুল ইসলাম (ইংরেজি), রফিকুল ইসলাম (সমাজবিজ্ঞান), গোলাম মোস্তফা (গণিত), অহিদুজ্জামান (বাংলা), মাকসুদা বেগম মালা, আলী নেওয়াজ আলম করিম, আবুল কালাম আজাদ ও মো. আবদুর রব এবং বনশ্রী শাখার শফিকুল ইসলাম (ইংরেজি), মাহবুবুর রহমান (পদার্থবিজ্ঞান), মোয়াজ্জেম হোসেন (গণিত) ও আবদুল হালিম (গণিত)।

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২৪ শিক্ষক– সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক, মেজবাহুল ইসলাম (ইংরেজি), সুবীর কুমার সাহা (গণিত), মো. সাইফুল ইসলাম, মোহনলাল ঢালী, বাসুদেব সমাদ্দার, বকুল বেগম, আসাদ হোসেন (ইংরেজি), প্রদীপ কুমার বসাক, আবুল খায়ের, শারমীন খানম, কবীর আহেমদ, খ ম কবির আহমেদ, দেলোয়ার হোসেন, মাও. কামরুল হাসান, রুহুল আমিন-২, মো. কামরুজ্জামান, শেখ শহীদুল ইসলাম, শুকদেব ঢালী, হাসান মঞ্জুর হিলালী, আমানউল্লাহ আমান, হামিদুল হক খান, রমেশচন্দ্র বিশ্বাস ও চন্দন রায়।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৭ শিক্ষক– প্রভাতী শাখার সহকারী শিক্ষক কামরুন্নাহার চৌধুরী (ইংলিশ ভার্সন), ড. ফারহানা (পদার্থবিজ্ঞান), সুরাইয়া নাসরিন (ইংরেজি), লক্ষ্মী রানী, ফেরদৌসী ও নুশরাত জাহান।

রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৫ শিক্ষক– এবিএম মইনুল ইসলাম (গণিত), মো. আলী আকবর (গণিত), মো. রেজাউর রহমান (গণিত), মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম (ইংরেজি) ও মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (রসায়ন)।

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২ শিক্ষক– প্রভাতী শাখার সহকারী শিক্ষক আবুল হোসেন মিয়া (ভৌতবিজ্ঞান), মোখতার আলম (ইংরেজি), মাইনুল হাসান ভূঁইয়া (গণিত), মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (গণিত), মুহাম্মদ আফজালুর রহমান (ইংরেজি), ইমরান আলী (ইংরেজি), দিবা শাখার সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ কবীর চৌধুরী, এবিএম ছাইফুদ্দীন ইয়াহ, মিজানুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, জহিরুল ইসলাম ও সহকারী শিক্ষক জামালউদ্দিন বেপারি।

মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ শিক্ষক– প্রভাতী শাখার সহকারী শিক্ষক নূরুন্নাহার সিদ্দিকা (সামাজিকবিজ্ঞান), দিবা শাখার সহকারী শিক্ষক শাহ মো. সাইফুর রহমান (গণিত), মো. শাহ আলম (ইংরেজি), মোসা. নাছমা আক্তার (ভূগোল)। গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের ৮ শিক্ষক– মো. শাহজাহান সিরাজ (গণিত), মোহাম্মদ ইসলাম (গণিত), জাকির হোসেন (ইংরেজি), মো. শাহজাহান (গণিত), আবদুল ওয়াদুদ খান (সামাজিকবিজ্ঞান), আলতাফ হোসেন খান (ইংরেজি), আযাদ রহমান (ইংরেজি) ও রণজিৎ কুমার শীল (গণিত)। খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের একমাত্র অভিযুক্ত হচ্ছেন সহকারী শিক্ষক নাছিরউদ্দিন চৌধুরী।

এর আগে নভেম্বরের শুরুতেও ২৪টি সরকারি বিদ্যালয়ের ৫২২ শিক্ষককে একই কারণে বদলির সুপারিশ করেছিল দুদক। সে সময় কমিশনের এক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই শিক্ষকরা ১০ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর পর্যন্ত এক বিদ্যালয়েই রয়েছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার পাশাপাশি কোচিংবাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে অর্থ উপার্জন করছেন। গত ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিবাণিজ্য, কোচিংবাণিজ্য ও নিয়োগবাণিজ্যের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের একটি অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু করে দুদক।